চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৭ জুলাই -২০২৩খ্রি

চট্টগ্রামকে বসবাসের উপযোগী রাখতে প্রয়োজন সব সরকারি সংস্থার সমন্বয়: মেয়র

দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া জনসংখ্যা আর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের চাপে পিষ্ট চট্টগ্রামকে বসবাসের উপযোগী রাখতে সরকারি সংস্থাগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার নগরীর নন্দনকাননের থিয়েটার ইন্সটিটিউটে নির্বাচিত ৬ষ্ঠ পরিষদের ৩০তম সভায় নগরীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের দাবি। এসময় মেয়র বলেন, অন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে চসিকের আওতাধীন এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে অনাপত্তিপত্র নিতে হবে। আমরা রাস্তা বানাব আর অন্য সংস্থা রাতের আঁধারে রাস্তা কেটে ফেলবে, এভাবে পরিকল্পিত চট্টগ্রাম গড়া সম্ভব নয়। চট্টগ্রামে বর্তমানে জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ, যা আবার প্রতিদিন বাড়ছে। এই বাড়তি চাপ মোকাবিলায় সবগুলো সরকারি সংস্থা জনসাধারণকে সাথে নিয়ে কাজ না করলে নিকট ভবিষ্যৎেই চট্টগ্রাম বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

ডেঙ্গু প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, ডেঙ্গুর উৎস সন্ধানে পরিচালিত অভিযানে নির্মানাধীন ভবনে সবচেয়ে বেশি লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে। চট্টগ্রামে অনেক সরকারি ভবন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, এ ভবনগুলোতেও যাতে ডেঙ্গুর প্রজননক্ষেত্র না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। চসিকের পক্ষে মশা নিয়ন্ত্রণে ক্রাশ প্রোগ্রাম চলছে, দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার সেবা। প্রয়োজনে করোনাকালের মতো চসিকের পরিচালিত হাসপাতালে ডেঙ্গুরোগীদের জন্য পৃথক বিশেষায়িত কেন্দ্র চালু করা হবে।

"অনেকে ড্রোন ব্যবহারের সমালোচনা করছেন। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারিনা। ড্রোনের কারণে বহুতল ভবনে মশার প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করা যাচ্ছে অনেক দ্রুত। সুইমিং পুল, ছাদ বাগান, বারান্দায় টবে জমে থাকা পানি মশা প্রজনন কেন্দ্র হয়ে উঠছে। জনসাধারণের সচেতনতা ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।"

যেসব ওয়ার্ডে ময়লার এসটিএস নেই সেখানে এসটিএস গড়ার পাশাপাশি নতুন ল্যান্ডফিলের জন্য ভূমি নির্ধারণের কাজ চলছে বলে জানান মেয়র।

ট্রাফিক বিভাগের সহযোগিতা চেয়ে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকায় যথেষ্ট রাস্তা থাকলেও যানজট হচ্ছে; যার মূল কারণ অবৈধ পার্কিং। আমি কলকাতায় নিউ মার্কেটে দেখেছি সেখানে রাস্তা প্রশস্ত না হলেও ১০০ রুপি দিয়ে পে-পার্কিং চালু করা হয়েছে। অথচ চট্টগ্রামে এই পে-পার্কিং চালু করতে গেলে কিছু মানুষ দুর্ঘটনার ভয় দেখায়। অথচ পোর্ট কানেক্টিং রোডে রাতদিন ডবল লাইন করে অবৈধভাবে ট্রাক-লরি দাঁড়িয়ে থাকে। এসব গাড়ি থেকে চুঁইয়ে পড়া তেলে রাস্তার বিটুমিন ক্ষয়ে যাচ্ছে। মাঝিরঘাটে রাস্তায় ৩০-৪০ টনের গাড়ি চলে নতুন রাস্তা নষ্ট করে ফেলেছে। আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভারের নীচে দিনরাত গাড়ি পার্কিং করা থাকে।

"অবৈধ দখলবাজির কারণে ফুটপাথে মানুষ হাটতে পারেনা। এমনকি একটি সংস্থা ফুটপাথ দখল করে চশমার দোকান, খাবারের দোকান বসিয়ে ফেলেছে। আমরা সকালে উচ্ছেদ করি, দখলদাররা সন্ধায় আবার দোকান বসায়। সিএমপি কমিশনারকে বলেছি প্রতিটি থানা পুনরুদ্ধার করা ভূমি সংরক্ষণে মনিটরিং করলে সাফল্য আসবে। শহরে অবৈধ মটর রিকশা অনেক বেড়ে গেছে। এগুলা দুর্ঘটনা আর লোডশেডিং বাড়াচ্ছে, সড়কের গতি কমাচ্ছে। পুলিশের উচিৎ কঠোর অভিযান চালিয়ে মটর রিকশার অত্যাচার কমানো।

চসিকের আয় বাড়াতে গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে মেয়র বলেন, আমি মন্ত্রণালয়ে বলেছি বন্দরে প্রত্যেক কন্টেনার থেকে চার্জ আদায় করতে হবে, কাস্টমসে পৃথক চার্জ আরোপ করতে হবে। শুধু হোল্ডিং ট্যাক্স দিয়ে চট্টগ্রামের মতো বড় শহর চলতে পারেনা। অন্য সংস্থাগুলো আয়ের একটি অংশ চসিককে দিলে সে টাকা দিয়ে চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের গতি বাড়ানো সম্ভব যা চট্টগ্রামে শিল্পায়ন বাড়াবে। আয় বাড়াতে চসিকের বিদ্যমান ভবনগুলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হবে, কাজে লাগানো হবে পতিত ভূমিগুলোকে।

সভায় বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, দরপত্র কমিটির কার্যবিবরণী এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতিগণ তাদের নিজ নিজ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করেন। সভায় প্যানেল মেয়র, চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল আসলাম, কাউন্সিলরবৃন্দ, চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলামসহ চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ এবং নগরীর বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সভা করল চসিক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা বৃহস্পতিবার নগরীর নন্দনকাননে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে চসিকের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মেয়র রেজাউল বলেন, মশা নিধনে নিয়োজিত স্প্রেম্যানের সংখ্যা ২২০ থেকে বাড়িয়ে ৪০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ৩০০টি স্প্রে মেশিন ও ১২০টি ফগার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে মশা নিয়ন্ত্রণে।
"বর্তমানে ১০ হাজার লিটার এডাল্টিসাইড, ৩ হাজার লিটার লার্ভিসাইড ও ৫,০০০ লিটার ন্যাপথা মজুদ রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাদলের সুপারিশের আলোকে মসকুবান নামীয় ভেষজ ঔষধ ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। এডাল্টিসাইড হিসেবে ইনভেন্ট লিকুইড ইনসেক্টিসাইড, লার্ভিসাইড হিসেবে টেমিফস ৫০ ইসি ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণ এলডিও এবং এইচএসডি (কালো তৈল) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিটিআই ও নেভোলিউবণ ঔষধ সংগ্রহ করা হচ্ছে।"
উল্লেখ্য, ডেঙ্গু বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও ডেঙ্গু চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মেয়র রেজাউল গত ১১ জুলাই সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে সভা করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন। গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি ডেঙ্গুর প্রকোপ না কমা পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন পর পর সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সকল সংস্থাকে লিখিতভাবে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামীম আহসান বলেন, জ্বর দেখা দিলে ব্যথানাশক ঔষধ খেলে ডেঙ্গু আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করে তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়া যাবেনা। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে মশার জীবনপদ্ধতি বদলে যাচ্ছে, তাই মশা নিয়ন্ত্রনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের আহবান জানান তিনি।
চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী চট্টগ্রামের সবগুলো স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে ডেঙ্গুর জন্য বিশেষায়িত সেবা চালুর আহবান জানান।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, চসিকের পক্ষে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা সেবা দেয়া হচ্ছে। আতঙ্কিত না হয়ে লক্ষণ দেখা দিলেই টেস্ট করুন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণ করলে ডেঙ্গু ভাল হয়।
জনসচেতনতা বাড়াতে কাজ চলছে জানিয়ে একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম জানান, স্থানীয় পত্রিকায় সচেতনতামূলক ও সতর্কতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি কয়েকদিন পর পর প্রচার করা হচ্ছে। রেডক্রিসেন্ট ও আরবান ভলান্টিয়ারের যৌথ টীমের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ও নগরীর ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রতিদিন লিফলেট বিতরণ ও হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানা হচ্ছে, বাজানো হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায় সচেতনতামূলক গান। এছাড়া ৫টি মাইকের মাধ্যমে নগরবাসীকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার জন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে।
উৎস থেকে মশা নিয়ন্ত্রণে গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বলেন, ড্রোন ব্যবহার করে যেখানে পানি জমে আছে এবং লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে জরিমানা করা হচ্ছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে পানি জমে থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। গত ০৫ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১২৭টি মামলায় ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সিভিল সার্জনের কাছ থেকে ডেঙ্গু রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে রোগীর কর্মস্থল ও বসবাসস্থলের আশেপাশে বিশেষ মশা নিধন অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। । এ লক্ষ্যে কুইক রেসপন্স টীম গঠন করা হয়েছে।
সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় চসিকের প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, জহর লাল হাজারী, মো. মোবারক আলী, চসিকের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রধান সহ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মশার লার্ভা পাওয়ায় ৪ ভবন মালিককে
৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু মশার উৎসস্থল ধ্বংস করার লক্ষে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন চসিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উজালা রানী চাকমা। নগরীর পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বাসা বাড়ির ছাদ বাগান ও নির্মাণাধীন ভবন ড্রোন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অভিযানে নির্মাণাধীন ভবনের নীচে, ফুলের টব, ড্রাম ও ছাদে জমে থাকা পানিতে মশার লার্ভা থাকায় ৪ ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমসহ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অভিযানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন

বাটালিহিলে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা চসিকের

চট্টগ্রাম নগরীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বাটালিহিলে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ বিষয়ে মতবিনিময়সভা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সভায় প্রকল্পের উপর একটি প্রাথমিক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রণয়নের প্রধান স্থপতি সোহাইল মো. শাকুর এবং ভিত্তি স্থপতিবৃন্দের ইশতিয়াক জহির তিতাস।

বৃহস্পতিবার বিকালে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় চট্টগ্রাম সিটি মেয়র প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য একাধিক বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিদের মতামত পর্যালোচনা করেন।

সভায় মেয়র বলেন, পাহাড়, নদী, সমুদ্রে ঘেরা প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের নান্দনিকতাকে উপভোগ করতে চসিকের অর্থায়নে এই ওয়াচটাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আমার পরিকল্পনা এই টাওয়ারকে নগরীর প্রধান পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা।

সভায় চসিকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ, ঝুলন কুমার দাশ, মোহাম্মদ শাহীন উল ইসলাম চৌধুরী, নগর পরিকল্পনাবিদ আবদুল্লাহ আল ওমর, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, আশিকুল ইসলাম, রিফাতুল করিম, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ নুরুদ্দিন, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মইনুল হোসেন আলী চৌধুরী।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরামর্শদাতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিডিএ'র ডিসিটিপি আবু ঈসা আনছারী, পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরামের সহ-সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, আইইবির সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ হারুন ও দেলোয়ার হোসেন, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি চৌধুরী ফরিদ, প্রণয়নের স্থপতি মোঃ রিদওয়ান তানভীর, সাইহাম চৌধুরী, সিলভার ব্রিক্সের স্থপতি আসাদুজ্জামান চৌধুরী এবং অনিকেত চৌধুরী।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮